"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিটি পদক্ষেপে (কদমে) শিববাবার শ্রীমৎ নিতে হবে, নিজের সমস্ত সমাচার ব্রহ্মার মাধ্যমে বাবাকে দিতে হবে"

*প্রশ্নঃ - এক বাবার সন্তান হয়েও কারো প্রীত বুদ্ধি, কারো বিপরীত বুদ্ধি - কেন?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা নিজের সম্পূর্ণ কানেকশন বাপদাদার সাথে রাখে, কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি আসে না, সত্যি-সত্যিই পোতামেল ব্রহ্মার থ্রু দিয়ে শিববাবাকে শোনায় তারা হলো প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা। যদি কোনো বিষয় নিয়ে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণীর প্রতি রুষ্ট হয়, চিঠি লেখে না আর ভাবে যে - ব্রহ্মার সাথে আমার কোনো কানেকশন নেই, শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে তো তাদের বুদ্ধিকে মায়া গ্রাস করে। ওরা হলো বিপরীত বুদ্ধির।

*গীতঃ- আমাকে সাহারা দিয়েছেন যিনি হৃদয় তাকে ধন্যবাদ জানাতে চায়.....

ওম্ শান্তি । বাবাও বাচ্চাদের ধন্যবাদ দেন। যে বাচ্চারা সহযোগী হয় বাবা তাদের ধন্যবাদ জানান এবং বাচ্চাদের মহিমা করেন। এখন তো বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের বাবা এসেছেন। বাবা আসেন-ই পতিত দুনিয়াতে। গেয়েও থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। পতিত-পাবন আসবেন, অবশ্যই পবিত্র দুনিয়া স্বর্গ স্থাপনা করবেন, যেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। পাবন দুনিয়ার মহিমা গায়ন আছে। পবিত্র দুনিয়াতে আহ্বান করার কেউ থাকে না। আহ্বান করা হয় এই পতিত দুনিয়াতে। ভক্ত নিজেকে পতিত মনে করে। বরাবরই এক ভারত ছিল যেখানে পবিত্র দেবতাদের রাজত্ব ছিল। ভারতে পবিত্রতা ছিল। বড় সাহুকার ছিল, খুব সুখী ছিল, এখন তো দুঃখী হয়ে পড়েছে। শিববাবাই ব্রহ্মা শরীরে বসে বোঝান। সুতরাং ব্রহ্মার শরীরকেও স্মরণ করতে হবে না ! যদি বাচ্চারা দূরে কোথাও যায়, মনে করো তোমরা নিজেদের শহরে যাবে তো তোমাদের অসীম জগতের পিতা, সাজনও তিনি, ওঁনাকে চিঠি তো লেখা উচিত তাইনা। শিববাবাকে লিখতে হবে থ্রু ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ছাড়া শিববাবা তো শুনতে পাবে না। শিববাবা থ্রু ব্রহ্মা স্মরণ করতে হবে না! কিছু এমন বাচ্চাও আছে যারা মনে করে আমরা তো শিববাবাকেই স্মরণ করতে থাকি। সাকারের সাথে কোনো কানেকশন নেই কিন্তু যখন শিববাবা এখানে আছেন তাহলে অবশ্যই বাবাকে পত্র লিখতে হবে। সমাচার দিতে হবে - শিববাবা থ্রু ব্রহ্মা। গাওয়াও হয় বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি আর বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি - কার সাথে? শিববাবার সাথে ব্রহ্মা দ্বারা। এমনই মন্দ বুদ্ধির আছে যে বলে - আমি তো শিববাবাকেই স্মরণ করি। শিববাবা বলেন না, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই এই শরীরে আছেন, এর মাধ্যমে পড়াচ্ছেন। নিরাকারকে তোমরা কিভাবে চিঠি লিখবে? সাজন সজনীকে, সজনীরা সাজনকে চিঠি তো লেখে না! সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত মানুষ, মানুষকে পত্র ইত্যাদি লিখে এসেছে। এখন আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, ওঁনাকে পত্র লিখতে হবে। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কথা বলতে হবে। সুতরাং থ্রু ব্রহ্মা ওঁনার সাথে কানেকশন রাখতে হবে। থ্রু ব্রহ্মা চিঠি লিখলে তবেই শিববাবা বুঝবেন বরাবরই স্মরণ করে আসছে। কারো বুদ্ধিকে মায়া এমনই ধরে ফেলে বা দেহ-অভিমান (দেহ বোধ) আসে যে পত্রও লেখে না, ভুলে যায়। এখন বিনাশ কালে সবার বিপরীত বুদ্ধি। পান্ডবদের হলো প্রীত বুদ্ধি। লোকেরা মনে করে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিল। আচ্ছা, মনে কর শ্রীকৃষ্ণ আছে তাহলেও তাঁকে চিঠি লিখতে হবে। শিববাবাকেও লিখতে হবে। শ্রীমত অবশ্যই নিতে হবে। বাচ্চারা বলে শিববাবাকে স্মরণ করি। কিন্তু সাকার ব্রহ্মা ছাড়া তো পরামর্শ পাবে না। ভালো-ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা লেখে আমার যোগ শিববাবার সাথে, আমি তাঁকে সাহায্য করতে থাকব। তবুও থ্রু ব্রহ্মা বাবা ছাড়া দাদার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার নিতে পারবে না। কদম-কদম পরামর্শ নিতে হবে। এমনই সব খবর বাবার কাছে আসে। রুষ্ট হয়ে পড়ে ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণীর প্রতি। তারপর মায়া সম্পূর্ণ রূপে মুখ ফিরিয়ে দেয়। বোঝা উচিত যে প্রতিটি পদক্ষেপে শিববাবার কাছ থেকে শ্রীমৎ নিতে হবে - বাবা, এই অবস্থায় কি করা উচিত।

বাবা সবসময়ই জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, খুশি বা সন্তুষ্ট আছো তো? এক হয় শারীরিক অসুস্থতা, দ্বিতীয় হলো আত্মিক অসুস্থতা (আত্মার অসুস্থতা) । কখনও পত্র লেখে না যে বাবা আমরা আনন্দে আছি, আমাদের উপরে মায়া আক্রমণ করে না। আচ্ছা, তিনি সব কিছুই জানেন তবুও ওঁনার কাছে মত তো নেওয়া উচিত না যে - এই ব্যাপারে আমি ঠিক না ভুল? যোগ সম্পূর্ণ না হলে উল্টে পড়ে যায়। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি। বাচ্চাদের তো বাবার কাছে আসতে হবে। বাবা এখানেই

বসে আছেন তাই না ! অনেকে আছে যাদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায় তখন উল্টো-পাল্টা কাজ করতে লেগে পড়ে, বিমর্ষ হয়ে পড়ে। শ্রীমৎ ছাড়া কাজ চলতে পারে না। গাইড ছাড়া একলা কেউ পৌঁছাতে পারে না। কেউ রাস্তাই জানে না তো কিভাবে যাবে? গাইডের হাত অবশ্যই প্রয়োজন। সাঁতার কাটার জন্য আধার অবশ্যই প্রয়োজন। বাবা বাচ্চাদের সাবধান করতেই থাকেন কোনো বিষয়ে যদি সংশয় আসে তাহলেও অন্তত এনার সাথে (ব্রহ্মা) কানেকশন থাকতে হবে। শিববাবার শ্রীমতও তো এনার কাছ থেকেই পাওয়া যায় তাই না! বাবা বুঝিয়েছেন - অকালমূর্তির এই রথ বা সিংহাসন বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে । বাবা বলেন - আমি এনার রথ বা সিংহাসনের আধার নিই। এরপর আমি যে কোনো সময় কারো মধ্যে প্রবেশ করে নিজের সার্ভিস করে নিই। বাবা বুঝিয়েছেন কেউ হনুমানের ভক্তি করে সুতরাং তাকে সেটারই সাক্ষাৎকার করাই। তার ভাবনার মূল্য দিই। যদি হনুমানের সাক্ষাৎকার করাই তবে তার ভাব (ভক্তি) সম্পূর্ণ রূপে তার প্রতিই হবে। সে শুধু তাকেই ধরে থাকবে। বাবা খুব অভিজ্ঞ রথ বেছে নিয়েছেন। ইনি ছিলেন একজন রত্ন ব্যবসায়ী। এটাও হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা। কল্পে-কল্পে এই রথে আসবো তবেই করেই কাজ করবো। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করবেন তাই না! যেমন ক্রাইস্টের দ্বারা খ্রীস্টান রচিত হয়। রাশিরও মিল রয়েছে । সুতরাং আমাকে ব্রহ্মার রথে আসতে হয়। এনার জন্মের কাহিনীও বসে বোঝাই। এনার প্রথম জন্ম শ্রীকৃষ্ণের। এই জন্মেরও অনেক জন্মের শেষে আসি। এনাকে অ্যাকুরেট করে তুলি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে - প্রথমে তো ব্রহ্মা অবশ্যই প্রয়োজন তবেই তো তার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ রচনা হবে। ব্যক্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে চাই । সূক্ষ্মলোকে তো প্রজাপিতা থাকে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই প্রয়োজন এবং আমিও এই ভারতেই আসি। যখন ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। অর্ধেক কল্পের ভক্তি সম্পূর্ণ হয়।

গেয়েও থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। যদি প্রলয় হয় তবে তো দুনিয়া পবিত্র হতে পারবে না। প্রলয় শব্দটা ভুল। যখন সবাই অতি দুঃখী পতিত হয়ে পড়ে তখন আমি আসি। পবিত্র দুনিয়া হলো সত্যযুগ-ত্রেতা, দ্বাপর-কলিযুগ পতিত দুনিয়া। এখানে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, সত্যযুগে তো এতো প্রয়োজন নেই। দেখানো হয়েছে পেট থেকে মুসল বেরিয়েছে, যা দিয়ে নিজেদের কুলকেই নাশ করেছে.... এ'সব কাহিনী বসে তৈরি করেছে। পেট থেকে কোনো জিনিস বের হয়না। এতো বুদ্ধির কাজ। সায়েন্সের মাধ্যমেও দেখো এখন মানুষ কত সুখে আছে। আগে গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। বাবা তো অনুভবী। বাবা বলেন আমি বৃদ্ধ শরীরে আসি, শ্রীকৃষ্ণের শরীর তো বৃদ্ধ নয়। শ্রীকৃষ্ণ থোড়াই পতিত। আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং এই পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসতে হয়। পতিত দুনিয়াতে পবিত্র শরীর থাকেই না। এখানে আত্মারাও তমোপ্রধান তো শরীরও তমোপ্রধান। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ বলা হয় না! প্রথমে হলো গোল্ডেন এজ। সেখানে আত্মা আর শরীর দুইই হলো পবিত্র। এরপর আত্মা পতিত হয়ে যায় । তাদেরকে আমি এসে ভাইসলেস (পবিত্র) বানাই। মায়া তো এমন যে কিনা ভালো ভালো ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চাদেরও কান টেনে ধরে। ব্রাহ্মণীর প্রতি বা ব্রহ্মার প্রতি মনঃক্ষুন্ন হলো বা সংশয় এলো, তো গেলো। মায়া বিমুখ করিয়ে দেয়। প্রীত বুদ্ধির থেকে বিপরীত বুদ্ধির হয়ে পড়ে। তারপর শিববাবার কাছে পাঠ নেওয়া ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ পড়লেও পুরোপুরি ধারণা হয় না, তবুও বাবা বলেন কোনো ব্যাপার নয়। কেবল দুটি কথাকে মজবুত করে নাও। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি এখানে আর ওখানে (পরমধাম গৃহে) থাকতে হবে। একটা জিন এর উদাহরণ আছে না? জিন বললো আমাকে কাজ দাও নাহলে আমি তোমাকেই খেয়ে ফেলবো। বাবাও বলেন যে, আমি তোমাকে এই স্মরণ করবার কাজ দিচ্ছি। যদি স্মরণ না করো তবে মায়া কাঁচা খেয়ে ফেলবে। স্মরণের জন্য কিছুটা সময় তো বের করা উচিত তাই না? প্রথমে অল্প অল্প সময়, তারপর প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। বাবা বলেন চুপ থাকো, কেবল আমাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা জানো যে, বাবা উপরেও রয়েছেন, এখানেও আছেন। আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে। এখন বুঝতে পেরেছো যে বাবা এই শরীরে এসেছেন। স্মরণ না করলে তো মায়া কাঁচা খেয়ে ফেলবে। কাহিনী তো অনেক বানিয়ে দিয়েছে।

আগে তোমরা অবুঝ ছিলে এখন বাবা বোঝান যে, আমি চলে যাই, তখন তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলি। আত্মাই পরীক্ষা পাশ করে থাকে - শরীরের দ্বারা । এখন বাবা বলেন যে, দেহী-অভিমানী হও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই লাভ। এরই নাম রেখে দিয়েছে যোগ ব'লে। নইলে এ হলো স্মরণ, আত্মাদের হলো বাবার সাথে প্রীতি। বাবাকে স্মরণ করে। আশিক-মাশুকেরও পরস্পরের শরীরের প্রতিই ভালোবাসা হয়ে থাকে। আশিক-মাশুক উভয়েই হলো দেহধারী। আশিকের সামনে যেন মাশুক অর্থাৎ প্রিয়তম দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাশুক যেন আশিককে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। এখন তোমরা হলে আশিক, পরমপিতা পরমাত্মার। মাশুক অর্থাৎ প্রিয়তম হলেন একজন, বাকি সব আত্মারা হলো আশিক। সেই নিরাকার বাবা তোমাদেরকে এই সাকারের দ্বারা বসে মত প্রদান করছেন। তোমরা তো না আত্মাকে না পরমাত্মাকে দেখতে পাও। কখনো কখনো কারো কারো আত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে । মানুষ তো কিছু বুঝতে পারে না। বাবা

লাইটের সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন, কারণ মনে প্রগাঢ় ভাবনা রয়েছে। বলেছে না যে, অনেক লাইট তেজোময়, বন্ধ করো, বন্ধ করো, আর সহ্য করতে পারছি না। চোখ লাল লাল হয়ে যায় । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, আমি তো হলাম স্টার। জোনাকির মতো, ফায়ারফ্লাই। জোনাকির লাইট যেমন চিকমিক করে, সেই রকমই স্টারের মতো আত্মা বেরিয়ে যায়। (বিবেকানন্দের যে অনুভব হয়েছিল বাবা সেই উদাহরণ দিলেন) তো যার মনে ভাবনা স্থান পেয়েছে সেই রকমই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, তোমাদের মনে যেমন ভাবনা স্থান পায় আমি সেই রূপের সাক্ষাৎকার করাই। আত্মা যেমন তেমনই হলো পরমাত্মা। কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। আত্মাও হলো চৈতন্য। সব সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। বাবার মধ্যেও সংস্কার রয়েছে - স্থাপনা, বিনাশ আর পালনের কর্তব্য করবার। তিনি ত্রিমূর্তি যে। শিব বাবাকেও কেউ জানে না। তো ত্রিমূর্তির উপরে যে শিব, রচয়িতা যিনি, তাকেই ভুলে গেছে। বাস্তবে গীতার ভগবান হলো ত্রিমূর্তি শিব, কিন্তু তারা বলে দেয় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। আরে ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরেরও তো কেউ রচয়িতা থাকবে। কারোরই বুদ্ধিতে সেটা আসে না।

বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। তোমাদের হলো প্রীত বুদ্ধি। কারো যদি বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায়, তো যেন কৌরব হয়ে যায় । এখানে আসে ঠিকই কিন্তু পদ কম হয়ে যায়। যা কিছু জমা করে সব 'না' হয় যায়। তারপর প্রজাতে গিয়ে কম পদ পাবে। এই সময় দেখো - পড়াশোনা করে কত কিছুই না হয়ে উঠতে পারে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেবতা হতে চাইলে এই খারাপ জিনিসটাকে (বিষ-কে) ত্যাগ করতে হবে । একমাত্র বাবাই হলেন সদ্গুরু, যিনি মুক্তি-জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন। যেতে তো সবাইকেই একই সময়ে হবে। এমন নয় যে মাঝখান থেকে চলে যাবে। প্রত্যেককে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে । অন্তিমে অবশ্যই সকলকে মশার ঝাঁকের মতো ফিরে যেতে হবে। গীতাতেও লেখা আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দেওয়ার ফলে গীতার মহত্বকেই খর্ব করে দিয়েছে। বাবা যদি না আসেন তবে মুক্তিধামে কীভাবে যাবে? তারপর নিজের নিজের সময় অনুযায়ী এসে নিজের পার্ট প্লে করতে থাকে। এ'সব হলো বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর বিষয় । নাটশেলে (সংক্ষেপে) বলেন, আমাকে স্মরণ করো। ব্যস্, গড ইজ ওয়ান। বাকি সবাই হলো বাচ্চারা। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সব সময় খুশী এবং সন্তুষ্ট থাকার জন্য প্রতিটি কদমে বাবার থেকে রায় নিতে হবে। শিববাবাকে ব্রহ্মার ঋ স্মরণ করতে হবে। নিজের সমাচার দিয়ে যেতে হবে।

২) কখনোই কোনো কথায় সংশয় যেন না জন্মায়। ব্রাহ্মণীর প্রতি বা ব্রহ্মা বাবার প্রতি মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেবে না। সদা প্রীত বুদ্ধি থাকতে হবে।

বরদানঃ- সুখ স্বরূপ হয়ে সমগ্র বিশ্বে সুখের কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব

যেমন বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, সেই রকম তুমিও জ্ঞান স্বরূপ, সুখ স্বরূপ হও, প্রতিটি গুণের কেবল বর্ণনা করা নয়, বরং অনুভব করো। যখন সুখ স্বরূপের অনুভবী হবে, তখন তুমি সুখ স্বরূপ আত্মার মাধ্যমে সুখের কিরণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। সূর্যের কিরণ যেমন সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে যায়, তেমনই তোমার জ্ঞান, সুখ, আনন্দের কিরণ যখন সকল আত্মাদের কাছে পৌঁছে যাবে, তখন তোমাকে বলা হবে মাস্টার জ্ঞান সূর্য ।

স্লোগানঃ- দিব্য জন্ম গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ সে, যে তার মুখের কথা, সংকল্প আর কর্মের দ্বারা দিব্যতাকে অনুভব করাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;